সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৪৫
WEEKLY BOOKLET:445

রমযানুল কারীম

পালন করার অনন্য পদ্ধতি



প্রথমে এটি পড়ে নিন

আল্লাহ পাক দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ও গোত্রকে বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে বসতি দান করেছেন। রমযানুল কারীম আল্লাহ পাকের মাস। রমযানুল কারীম আগমন করতেই মানুষের হৃদয় ইবাদত, তিলাওয়াত, নামায ও রোযার দিকে ঝুঁকে পড়ে। অন্তরের এই ঝুঁকে পড়াটা নতুন কোন বিষয় নয় বরং যুগ যুগ ধরে এই বিষয়টি এরমকই হয়ে আসছে। এখনো এই দৃশ্যটি পৃথিবীর বুকে লক্ষ্য করা যায়।

এই পুস্তিকায় না শুধুমাত্র পূর্বের যুগের ইবাদত প্রসঙ্গে মুসলমানদের রীতিনীতির খুব সুন্দর দৃশ্যের কথা বর্ণনা রয়েছে বরং কম-বেশি এগারোটি দেশে বিদ্যমান রমযান মাসের অবস্থাদিও তুলে ধরা হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই পুস্তিকাটি প্রস্তুত করার জন্য প্রায় ৩০টি দেশের আশিকানে রাসূলের কাছ থেকে তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের তাওফিকে আগামী বছর রমযানুল মুবারকের সময় আরও অনেক দেশের আশিকানে রাসূলের ব্যাপারে তাদের জীবনের ধারা এই পদ্ধতিতে বর্ণনা করার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর প্রিয় মাস পবিত্র রমযানুল মুবারকে অসংখ্য বরকত নসীব করুক এবং তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী ইবাদত, তিলাওয়াত, নামায, তারাবীহ ও অধিক পরিমাণে নফল ইবাদত সহকারে এটিকে অতিবাহিত করার তাওফিক দান করুক। এবং আল্লাহ পাকের পবিত্র মাস নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যেন বিদায় নেয়। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মদীনার ভালোবাসা ও জান্নাতুল বাকীতে দাফন এবং
বিনা হিসাবে ক্ষমার পাওয়ার দোয়া প্রত্যাশী
আবু মুহাম্মদ তাহির আত্তারী মাদানী عُفِيَ عَنْه
(বিভাগ: সপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন)
২৬ রজব শরীফ ১৪৪৭ হি: ১৬ জানুয়ারি ২০২৬

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

রমযানুল কারীম পালন করার অনন্য পদ্ধতি

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা "রমযানুল কারীম পালন করার অনন্য পদ্ধতি" পড়ে বা শুনে নিবে তাকে মাহে রমযানের ভালোবাসা দ্বারা পরিপূর্ণ করে বেশি বেশি নেকী করার তাওফিক দান করো এবং তাকে ও তার মা-বাবাকে সহ বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশ করিয়ে তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব নসীব করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের কারণে মাগফিরাত হয়ে গেল (ঘটনা)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালেহ সূফী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, এক মুহাদ্দিস সাহেবকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করা হলো: আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরুপ আচরণ করেছেন? বললেন: আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলেন: কী কারণে? বললেন: আমার কিতাবাদিতে রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ শরীফ লিখার কারণে।

(তারিখে ইবনে আসাকির, ৫৪ /১১৩, হাদিস নং: ৬৬৪৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মিসরে রমযানের চাঁদ দেখার প্রচলন

বলা হয়ে থাকে যে, অষ্টম হিজরীতে মিসরের শহর "আবয়ার" এ ২৯ শাবানুল মুয়াজ্জম শরীফে একটা মাহফিল হতো, যেটার নাম ছিল "ইয়াউমে

www.dawateislami.net

রুকবা" সেখানকার আশিকানে রাসূল এইদিনকে "রমযানুল মুবারকের চাঁদ দেখার জন্য অপেক্ষা করার দিন" বলতো। তাদের নিয়ম ছিল যে, শাবান শরীফের উনত্রিশ তারিখ আসরের পর শহরের ওলামায়ে কেরাম এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কাযীর ঘরে জমায়েত হতো, দরজায় পাগড়ী বেঁধে এক লোক স্লোগান দেওয়ার জন্য দাঁড়াতো। যখন শহরের কোন সম্মানিত ব্যক্তি আগমন করতো তখন তাকে স্বাগত জানাত। কাযী এবং মজলিসে বসা অন্যান্য লোকেরা দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান করত, যখন সকলে জমা হয়ে যেত তখন কাযী এবং তাদের সাথে অন্যান্য সমস্ত লোকেরা বাহনের উপর উঠে শহরের বাহিরে একটি উঁচু স্থানে যেতেন, যেখানে মাহে রমযানের চাঁদ দেখার ব্যবস্থা করা হতো। ওই স্থানকে গিলাফ এবং উত্তম বিছানা দ্বারা সজ্জিত করা হতো অতঃপর মাগরিবের নামাযের পর সকলে শহরের দিকে রওনা হতেন। ফিরে আসার সময় (মাহে রমযানুল মুবারকের স্বাগত এই শান ও শওকতের মাধ্যমে হতো যে,) তাদের সকলের সামনে প্রদীপ, মশাল এবং লণ্ঠন থাকতো এবং দোকানদাররা তাদের দোকানে বাতি জ্বালিয়ে আলোকিত করত। (রিহলাতু ইবনে বাতুতা, পৃ: ২৭) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আশিকে মাহে রমযান 'আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ লিখেন:

یہ کیوں ہر طرف شورِ صلِّ علیٰ ہے؟ نظر چاند رَمضان کا آگیا ہے
خوشا ماہِ رَمضان پھر آگیا ہے درِ رحمت اِک بار پھر وا ہوا ہے

www.dawateislami.net

ইয়ে কিউঁ হার তরফ শোরে সাল্লে আলা হ্যা?
নযর চাঁন্দ রমযান কা আ-গেয়া হ্যা
খুশা মাহে রমযান ফির আ-গেয়া হ্যা
দারে রহমত ইক বার পির ওয়া হুয়া হ্যা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রমযানের চাঁদ ও আমীরে আহলে সুন্নাতের আমল

اَلْحَمْدُ لِلّٰه অনেক বছর ধরে আশিকে মাহে রমযান, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকে রাসূলদের সাথে শাবান শরীফের ২৯তম তারিখে "রমযানের নতুন চাঁদ" দেখার ব্যবস্থা করতেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে রমযানুল কারীমের আগমনে অনেক খুশি হতে দেখা যায়, কয়েক বছর ধরে চাঁদ দেখার এই আনুষ্ঠানিকতা লাইভ মাদানী চ্যানেল ও আমীরে আহলে সুন্নাতের ফেইসবুক ফেইজে দেখানো হয়ে থাকে। যেই মাত্র রমযানের নতুন চাঁদ অবলোকন হয় আমীরে আহলে সুন্নাতের চোখ দিয়ে খুশির অশ্রু প্রবাহিত হয়। হাদিসে পাকে রয়েছে, নতুন মাসের চাঁদ দেখে দোয়া পড়ে বা পড়িয়ে কান্না করে করে দোয়া করো এবং আশিকানে রাসূলদের মুবারক দাও। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন দোয়া পড়তেন: اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ ، وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ ، رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ

(আল মুস্তাদরাক, ৫/৪০৫, হাদিস: ৭৮৩৭)

কমরী (অর্থাৎ ইসলামী) মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় রাতের চাঁদকে হেলাল বা নতুন চাঁদ বলা হয়, এরপরের রাতের চাঁদকে কমর বলা হয়। **(মিরকাতুল মাফাতীহ, ৫/২৮৩, হাদিসের পাদটীকা: ২৪২৮)** এই দোয়াটি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাত পর্যন্ত পড়তে পারবে। **(ফয়যানে নামায, পৃ: ৪১৯)**

www.dawateislami.net

রমযানুল কারীমের চাঁদ দেখার মাসআলা

মনে রাখবেন! "পাঁচটি মাসের চাঁদ দেখা" ওয়াজিবে কিফায়া। (১) শাবান (২) রমযান (৩) শাওয়াল (৪) যিলক্বদ (৫) যিলহজ্ব। শাবান মাসেরটা এজন্য যে যদি রমযানের চাঁদ দেখার সময় আকাশ মেঘলা বা মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে ওই মাসের ত্রিশ তারিখ পূর্ণ করে রমযান শুরু করুন এবং রমযানের রোযা রাখার জন্য আর শাওয়ালের রোযা শেষ করার জন্য এবং যিলক্বদের চাঁদ দেখা হয় যিলহজ্বের জন্য আর যিলহজ্বেরটা কুরবানীর ঈদের জন্য। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০/৪৪৯, ৪৫১)

ওয়াজিবে কিফায়া হলো, যদি শহরের কিছুলোক এই মাসের চাঁদ দেখে নেয় তবে সকলের পক্ষ থেকে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে আর যদি কোন একজনও না দেখে তবে সকলে ওয়াজিব বর্জন করার কারণে গুনাহগার হলো সুতরাং এই মাস সমূহের চাঁদ দেখুন اِنْ شَآءَاللّٰه الْكَرِيْم ওয়াজিবে কিফায়া আদায় করার সাওয়াব পাবেন।

آج عطّارخوب ہے شاداں ہاں زمانے میں آگیا رمضاں
اس کی بخشش کا ہوگا اب ساماں واہ! کیا بات ماہِ رمضاں کی

আজ আত্তার খুব হ্যা শাদাঁ
হ্যা যমানে ম্যা আ গেয়া রমযাঁ
উস কি বখশিশ কা হুগা আব সামাঁ
ওয়াহ! কিয়া বাত মাহে রমযাঁ কী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পুরো মাস নেকীর মধ্যে অতিবাহিতকারী

"কূস" (মিশরের) একটি খুব বড় শহর, সেখানে অনেকগুলো মসজিদ আর মাদ্রাসা রয়েছে। প্রসিদ্ধ পর্যটক (Tourist) ইবনে বতুতা তার সফরনামায় লিখেন, এই শহরের বাহিরে শায়খ শিহাব উদ্দীন বিন আব্দুল গফফার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খানকা রয়েছে, সেখানে সুফীদের আসা-যাওয়া থাকে, এই শহরে প্রতি বছর মাহে রমযানে এমন নেককার লোকেরা জমায়েত হয় যারা দুনিয়াবী বিষয় থেকে বিমূখ হয়ে পুরো মাস ইবাদতে মশগুল থাকেন।

(রিহলাতু ইবনে বতুতা, পৃ: ৪৭)

দাওয়াতে ইসলামী আর পুরো মাহে রমযান ইতিকাফ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্ভব হয়তো জীবনে কমপক্ষে একবার হলেও পুরো মাহে রমযান একমাস ইতিকাফ করে নেওয়া উচিত, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার পুরো মাহে রমযানুল মুবারক ইতিকাফ করেছেন। (বুখারী, ১/৬৭১, হাদিস: ২০৪১)

সাহাবিয়ে রাসূল, হযরত আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: রমযান শরীফের চাঁদ দেখার সাথে সাথেই গোসল করে (কিছু সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ) ইতিকাফে বসে যেতেন। (গুনিয়াতুত তালিবীন, ১/৩৪১)

আল্লাহ পাকের কোটি কোটি রহমত অবতীর্ণ হোক, প্রকৃত আশিকে রমযান আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উপর, তিনি কয়েক বছর আগে পুরো রমযানের ইতিকাফ করার ইচ্ছা করলেন আর সেটার প্রতি উৎসাহিত করলে অসংখ্য আশিকে রমযান দাওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় পুরো রমযানের ইতিকাফের জন্য একত্রিত হয়ে গেল, অতঃপর ওই বছরের পর থেকে ২০২৬ পর্যন্ত পুরো মাহে রমযান

www.dawateislami.net

ইতিকাফ হয়ে আসছে আর এটার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর একটি বিভাগও হয়ে গেছে যাতে এই ইবাদতের মাসকে আল্লাহ পাকের পবিত্র ঘর "মসজিদ" এ অতিবাহিত করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা হয়। এমনিতেই ইতিকাফের আভিধানিক অর্থ হলো: "এক স্থানে অবস্থান করা" মর্মার্থ এটা যে ইতিকাফকারী আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর ইবাদতের জন্য কোমর বেঁধে এক জায়গায় বসে থাকবে। তার এই চিন্তা থাকে যে, যেকোনভাবেই আল্লাহ পাককে রাজি করতে হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর পরিচালনায় পুরো রমযান মাসে ইতিকাফ করার ব্যবস্থা পাকিস্তানে কমপক্ষে ২৯টি স্থানে আর পুরো বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও হয়ে থাকে, এই ইলমী ও রুহানী পরিবেশে কুরআন সঠিকভাবে পড়ার পদ্ধতি, সুন্নাত, আদব ও বিভিন্ন দোয়া এবং ফরয উলুম, নামায, অযু, গোসল এবং রোযা ইত্যাদির প্রয়োজনীয় আহকাম বলা হয়ে থাকে এবং শিখানো হয়ে থাকে। উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচীতে "আশিকে রমযান আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه" এর সংস্পর্শে ইতিকাফকারী কিছুলোক দাওয়াতে ইসলামীর ব্যাপারে সাক্ষাতকার দিয়েছেন, আপনিও পড়ুন এবং পুরো মাহে রমযান ইতিকাফ করার ব্যাপারে নিজের মানসিকতা তৈরী করুন: একজন ইতিকাফকারীর বর্ণনা: পুরো মাহে রমযান হাজার হাজার ইসলামী ভাই বর্ণ ও বংশ, গোত্র ও ভাষার পার্থক্য না করে ইতিকাফের মধ্যে ভাই ভাই হয়ে সময় অতিবাহিত করছে, দাওয়াতে ইসলামী মূলত ইসলামের সত্যতা প্রদর্শন করছে।

এক ইতিকাফকারী কিছুটা এইভাবে বলেছেন: ফয়যানে মদীনায় আসার পূর্বে আমার ভালো কথা বলার স্বভাব ছিল না, ঝগড়া-বিবাদ করা,

www.dawateislami.net

তর্ক ও এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করা আমার কাজ ছিল। اَلْحَمْدُلِلّٰه আমি এসব কার্যাদি ছেড়ে দিয়েছি, এই ইতিকাফটি আমার জীবনের প্রথম ইতিকাফ এবং জীবনে প্রথমবার পুরো রমযানুল কারীমের রোযা রেখেছি, এখন থেকে প্রত্যেক রমযানে পুরো মাহে রমযানের রোযা রাখবো। কেউ বলে যে, প্রথমবার অনূভব হলো যে, রমযান এইভাবেও কাটানো যায়! কেউ বলে জীবনের কত রমযান এসেছে আর বিদায় নিয়েছে, এখানে এসে অনুধাবন করেছি যে, মাহে রমযান কত গুরুত্বপূর্ণ। সকল আশিকানে রাসূলের খিদমতে আবেদন হলো, দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে কমপক্ষে একবার হলেও পুরো মাহে রমযানের ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অবশ্যই অর্জন করুন।

پیارے اسلامی بھائی چلے آؤ تم　　دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
خالی دامن مُرادوں سے بھر جاؤ تم　　دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف

পিয়ারে ইসলামী ভাই চলে আও তুম
দ্বীনি মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ
খালি দামান মুরাদো সে ভর যাও তুম
দ্বীনি মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৬৪১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　❀❀❀　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিরিয়ার আশিকানে রমযানদের ইফতার

সিরিয়ার দারুল খোলাফা "দামেস্ক" এর ব্যাপারে লিখা হয়েছে যে, সেখানকার লোকদের খুব সুন্দর একটি দিক হলো এটা যে, সেখানকার কোন ব্যক্তিই রমযানুল কারীমে একা ইফতার করে না। বড় অর্থাৎ সম্পদশালী

www.dawateislami.net

লোকেরা নিজেদের সঙ্গীদেরকে দাওয়াত দেয় আর গরীবদেরকেও নিজেদের সাথে ইফতার করায়। ব্যবসায়ীরও এমনই করে থাকে যে, যখন গরীব ও গ্রামে থাকা লোকেরা রাতে একে অপরের ঘরে বা কোন মসজিদে জমায়েত হতো, প্রত্যেকে যা কিছু সাথে নিয়ে আসত, ওই সবকিছু মিলিয়ে একসাথে ইফতার করত। (রিহলাতু ইবনে বাতুতা, পৃ: ৯৭)

দানশীল বুযুর্গ

হযরত হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রমযানুল মুবারকের প্রতিটি রাতে ৫০জন লোককে নিজের দস্তরখানায় আহবান করতেন যারা তাঁর সাথে রোযার ইফতার করত। আর যখন ঈদের দিন আসত তখন প্রত্যেককে কাপড় ও একশত দিরহাম উপহার দিতেন। (আল জাওয়াহিরুল মাজিয়্যা ফি তবকাতুল হানাফিয়্যা, ১/২২৪) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হে আশিকানে রমযান! রমযানুল কারীমে রোযার সাথে সাথে দান-সদকাও বেশি বেশি করা উচিত কেননা এই মাসে নেকীর সাওয়াব অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যদি সামর্থ থাকে! গরীব রোযাদার, অসহায়, নিকট আত্মীয়-স্বজন অন্যান্যদেরকে আর্থিকভাবে সহায়তা করুন, তারাবীহ ও অন্যান্য ইবাদতও যেন হয়। নিশ্চয় অনেক আশিকানে রমযান ইফতারের সময় বিভিন্ন স্থানে ইফতারের স্টল বসিয়ে থাকে কিন্তু ঘরে থাকা গরীব ও পর্দার আড়ালে মহিলারা এই নেয়ামত থেকে কিভাবে উপকার হাসিল করবে? অপ্রাপ্তবয়স্ক ছোট বাচ্চারা যাদের উপর এখনো রোযা ফরয হয়নি তারাও ইফতারের এই আয়োজন দেখার ও খাবার থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। যদি আমাদের দস্তরখানায় বিভিন্ন রকমের শরবত, জুশ, উন্নতমানের খাবার,

www.dawateislami.net

অনেক ধরনের ফল এবং অন্যান্য নেয়ামতরাজি বিদ্যমান থাকে তবে আমরা যেন আল্লাহ পাকের শোকরিয়া আদায় করি এবং এই কৃতজ্ঞতায় নিজের এই খাবারের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে নিজের প্রতিবেশী, নিকট আত্মীয় ও মসজিদ এবং মাদ্রাসায় ইলমে দ্বীন অর্জনকারী ও পাঠদানকারীদের জন্যও ব্যবস্থা করি।

ফেরেশতাদের সর্দারের সাথে হাত মিলানোর এক ব্যাবস্থাপত্র

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে (ব্যক্তি) হালাল খাবার বা পানি দ্বারা (কোন মুসলমানকে) রোযার ইফতার করালো, ফেরেশতারা মাহে রমযানে তার জন্য ইস্তিগফার করবে এবং জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام শবে কদরে তার জন্য ইস্তিগফার করবে।

(মু'জামু কবীর, ৬/২৬২, হাদিস: ৬১৬২)

আরেকটি হাদিসে পাকে রয়েছে: "যে(ব্যক্তি) রোযাদারকে পানি পান করাবে আল্লাহ পাক তাকে আমার হাউজ থেকে পান করাবে অবশেষে সে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত পিপাসার্ত হবে না। **(ইবনে খুযাইমা, ৩/১৯২, হাদিস: ১৮৮৭)**

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: : যে (ব্যক্তি) হালাল উপার্জন থেকে রমযানে রোযার ইফতার করায় রমযানের সমস্ত রাতে ফেরেশতারা তার উপর দরুদ প্রেরণ (অর্থাৎ রহমতের দোয়া করে) এবং শবে কদরে জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام তার সাথে মুসাফাহা করে (অর্থাৎ হাত মিলায়) এবং যার সাথে হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام হাত মিলায় তার চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে যায় এবং তার হৃদয় নরম হয়ে যায়।

(জামউল জাওয়ামি, ৭/২১৭, হাদিস: ২২৫৩৪)

www.dawateislami.net

ইসলামে প্রতিবেশীকে সর্বপ্রথম ইফতার করানো ব্যক্তি

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য সর্বপ্রথম নিজের প্রতিবেশীদেরকে ইফতার করানো ব্যক্তি হলেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا, তিনি সবার আগে রাস্তায় দস্তরখানা বিছিয়েছেন। (আল মুস্তাতরিফ, ১/৩১৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আফ্রিকার ডাকাত আর রমযানের সম্মান

উত্তর আফ্রিকার মরুভূমি এলাকায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল যেটাকে "বিলাদ হাক্কার" বলা হয়ে থাকে, যেখানে অষ্টম হিজরীতে বারবার গোত্ররা থাকতো। এসব লোকেরা নিজেদের মরুভূমিতে জীবন কাটানোর দিক দিয়ে অনেক কঠোর কিন্তু অনেক সময় মেহমানদারীও করত, কাফেলা অতিক্রমকারীদের রাস্তা ব্লক করে তাদের কাছ থেকে নিরাপদ রাস্তা ও ইত্যাদির জন্য টেক্স নিত। (উৎসর্গিত হোন মাহে রমযানুল কারীমের যে,) রমযানুল কারীমে তারা না কাফেলার লোকদের ক্ষতি করত আর না কোন বাধা দিত বরং যদি রাস্তার কোন চোর তাদের জিনিসপত্র নিয়ে নিত তাকেও তারা যেতে দিত।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ রমযানুল কারীমের বরকতের কথা কী আর বলবো, আল্লাহ পাকের নাফরমানী থেকে সর্বদাই বেঁচে থাকা উচিত কিন্তু যদি কোন গুনাহগার ব্যক্তি বরকতয় সময় বা বরকতময় স্থানের নিসবতের কারণে গুনাহ করা থেকে বিরত থাকে তবে এই আদব ও সম্মান অনেক সময় সর্বদার জন্য আল্লাহ পাকের নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার কারণও হয়ে যায় যেমন,

www.dawateislami.net

একটি নেকী গুনাহের অভ্যাস ছাড়িয়ে দিল (ঘটনা)

সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার বারো তম পীর ও মুর্শিদ, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একটি কাফেলার সাথে সিরিয়া যাচ্ছিলাম, রাস্তায় ডাকাতের দল আমাদেরকে হামলা করল আর সমস্ত জিনিসপত্র তাদের সর্দারের সামনে নিয়ে স্তুপ দিল, জিনিসপত্রের মধ্য থেকে একটি চিনি ও বাদামের থলে বের হলো, সমস্ত ডাকাতরা সেগুলো খেতে লাগল কিন্তু তাদের সর্দার সেগুলো থেকে কিছুই খেল না, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: সবাই তো খাচ্ছে কিন্তু আপনি কেন খাচ্ছেন না? সে বলল: আমি রোযা রেখেছি। আমি হবাক হয়ে বললাম: তুমি লুটতারাজও করো এবং রোযাও রাখো! সে বলল: আল্লাহ পাকের সাথে সন্ধির জন্য হলেও তো রাস্তা বাকি রাখা দরকার। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কিছুক্ষণ পর আমি ওই ডাকাতদের সর্দারকে ইহরাম অবস্থায় খানায়ে কাবার তাওয়াফে মশগুল দেখলাম, তার চেহারায় ইবাদতের নূর ছিল আর সাধনা তাকে দুর্বল করে দিয়েছিল, আমি হবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি কি সেই ব্যক্তি না? সে বলল: "জ্বি হ্যাঁ! আমি ওই ব্যক্তিই আর শোনো! ওই রোযাটি আল্লাহ পাকের সাথে আমার সন্ধি করিয়ে দিয়েছে।"

(রওযুর রিয়াহীন, পৃ: ২৯৩)

جب آئی جوش پہ میرے کریم کی رحمت　　گِرا جو آنکھ سے آنسو دُرِّ یگانہ ہوا

জব আয়ি জোশ পে মেরে করীম কি রহমত
গিরা জো আখঁ সে আঁসু দুররে ইয়াগানা হুয়া

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　❀❀❀　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রমযান সেল

হে আশিকানে রমযান! রযমানুল কারীমের আগমনে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে জীবনের ধারা পাল্টে যায়, অফিস ও ব্যবসায়িক লেনদেনে পরিবর্তন দেখা দেয়, কর্মচারীদের ডিউটির সময় কমে যায় যাতে তারা খুব সহজে রোযা রাখতে পারে এবং রাতে ইবাদত ইত্যাদি করতে পারে। তথ্য অনুযায়ী অনেক দেশে বরং অধিকাংশ অমুসলিম দেশেও রমযানুল কারীমের আগমনে বিভিন্ন দোকান, বাজার ও শপিং মল ইত্যাদিতে "রমযান সেল" লাগিয়ে থাকে। যেগুলোতে বিশেষ করে ওইসব পণ্য যেগুলোর সাথে সাহরি ও ইফতারের সম্পর্ক হয়ে থাকে (চায় সেটা খাবার হোক বা অন্য কোন ব্যবহারের জিনিস) এগুলো খুব ভালো ডিসকাউন্ট সেলস লাগানো হয়ে থাকে। কিছু পণ্যের সাথে ক্রেতার জন্য একটি ফ্রি (By One Get One) অফার্স দেওয়ার মাধ্যমে আশিকানে রমযান উপকার হাসিল করে থাকে এবং নেয়ামত দ্বারা ধন্য হয়ে থাকে।

আফসোস শতকোটি আফসোস! এর বিপরীতে অনেক দেশ এমনও রয়েছে যেখানে মুসলমানদের একটি বড় সংখ্যক সংখ্যা থাকার পরেও মাহে রমযানের মৌসুমে মাহে রমযানের আশিকদের জন্য ডিসকাউন্ট তো দূরের কথা সাধারণ দিনগুলোর মতও দাম রাখে না বরং ওইসব পণ্য যেগুলোর সম্পর্ক বিশেষ করে সাহরি ও ইফতারের সাথে হয়ে থাকে সেগুলোর দাম আকাশচুম্বী করে দেয়। গরীব তো গরীব, মধ্যবৃত্ত লোকদের জন্যও ফল ক্রয় করা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়, এটাই নয় বরং ওইসব আইটেম যেগুলো পুরো বছর বিক্রি হয়না সেগুলোও এই পবিত্র মাসে বিক্রি করা হয়ে থাকে কেননা আহারকারী ও ফাস্টফুডের খুব বেশি চাহিদা থাকে।

www.dawateislami.net

যদি নসীব হতো! আমরা এটা অনুধাবন করি যে, মাহে রমযান ধন সম্পদ জমা করার জন্য নয় বরং এটা হলো নেকী জমা করার মাস। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাহে রমযানুল মুবারকের ব্যাপারে কিছু উপদেশ পড়ুন।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর তিনটি নসীহত

(১) রমযানুল কারীমে নোট (টাকা) কামানোর পরিবর্তে "নেকী অর্জন" করার দিকে মনোযোগী হওয়া উচিত।

(মাদানী মুযাকারা: ২২ রমযান শরীফ, ১৪৪২ হিজরী তারাবীর পর)

(২) মুসলমানদের কাছে সস্তা মাল বিক্রি করে রমযানুল মুবারকে নেকী অর্জন করুন কেননা মাহে রমযানুল মুবারক মাল নয় বরং নেকী অর্জনের মাস। **(মাদানী মুযাকারা: ১ রমযান শরীফ, ১৪৪৩ হিজরী। ২ এপ্রিল ২০২২)**

(৩) রমযানুল মুবারক হলো নেক আমলকারী ও জান্নাতে প্রবেশকারীদের সিজন (Season)।

(মাদানী মুযাকারা: ১৬ রমযান শরীফ, ১৪৩৬ হিজরী। ৪ জুলাই ২০১৫ আসরের পর)

قدر کر بھائی! ماہِ رمضاں کی　　کر عبادت خدائے رحماں کی
رحمتِ حق کا تُجھ پہ ہو سایہ　　واہ! کیا بات ماہِ رمضاں کی

কদর কর ভাই! মাহে রমযান কি কর ইবাদত খোদায়ে রহমাঁ কি
রহমতে হক কা তুঝ পে হো সায়া ওয়াহ! কিয়া বাত মাহে রমযাঁ কি

মাদানী অনুরোধ

হায়! ওই সরকারি প্রতিষ্ঠান যেটা খাদ্যদ্রব্যের উপর মূল্য নির্ধারিত করে ব্যাপকভাবে পুরো বছর এবং বিশেষকরে এই মাসে শরীয়তের সীমার

www.dawateislami.net

মধ্যে থেকে এই নিয়মসমূহ কিছুটা এইভাবে বাস্তবায়ন করে যে, গরীবদের উপকার হয় বরং তাদের উপকার দ্বারা اِنْ شَآءَاللّٰهُ الْكَرِيْم আপনারও কল্যাণ হবে এবং তাদের হৃদয় থেকে নির্গত হওয়া দোয়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের জন্য কল্যাণ ও বিপদসমূহ দূরীভূত করে জান্নাতে পৌঁছাতে পারে।

নেককার বাদশাহ

বলা হয়ে থাকে: সুলতান আবু ইসহাক তার শাসনামলের সুলতানদের মধ্যে বড় সুলতান ছিল, এই হৃদয়বান বাদশার একটি অভ্যাস এটা যে, সে প্রতিদিন আসরের নামাযের জন্য জামে মসজিদে যেত আর আসরের নামাযের পর কিবলার দিকের দেওয়ালের সাথে বালিশ লাগিয়ে বসত এবং ক্বারীদের সামনে উচু কাঠের চেয়ারে বসে সূরা ফাতাহ ও সূরা মূলক তিলাওয়াত করতেন। ওই প্রশান্তিময় পরিবেশে তাঁর তিলাওয়াতের আওয়াজ হৃদয়কে নরম করে দিতো, পশম দাড়িয়ে যেত এবং চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতো এরপর বাদশাহ তার ঘরে ফিরে যেত। মাহে রমযানে তিনি সারারাত একটি সাধারণ বিছানায় ঘুমাতেন। ইফতারে সর্বপ্রথম ওই ছরীদ খেতেন যেটা ছোট একটি পিয়ালায় থাকতো সেটাতে ডাল, ঘি ও চিনি মেশানো হতো। এটি বরকতের জন্য পেশ করা হতো কেননা নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছরীদকে অন্যান্য খাবারের উপর প্রাধান্যদিয়েছেন, এজন্য এটি (ছরীদ) সবার আগে পরিবেশন করা হতো।। এটার পর অন্যান্য খাবার পরিবেশন করা হয় এবং পুরো মাহে রমযানের রাতে এই পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

(রিহলাতু ইবনে বতুতা, পৃ: ২৬০)

www.dawateislami.net

ছারীদ কাকে বলে?

মুফতি শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: (ছরীদ) হলো গোশতের ঝোলের মধ্যে রুটি ভেঙ্গে ভেঙ্গে দিয়ে বানানো হয়। এই খাবারটি অত্যন্ত মজাদারও হয়ে থাকে এবং খেতে খুব সহজ ও দ্রুত হজম হয়। এই সকল বৈশিষ্ট্যের কারণে আরবের লোকদের কাছে এটি সকল খাবারের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় ছিল। (নুজহাতুল ক্বারী শরহে সহীহুল বুখারী, ৪/৪৩৭)

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন, সর্ব প্রথম ছারীদ হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام তরি করেছেন।

(মিরকাতুল মাফাতীহ, ৮/২৬৪, হাদিস: ৪৪৮৮)

"আল মুস্তাতরফ" এ রয়েছে, সর্ব প্রথম রুটি টুকরো করে সেগুলো ঝোলে ভিজিয়েছেন (অর্থাত ছারীদ প্রস্তুত কারি) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাদাজান হযরত হাশিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। হাদিসে পাকে রয়েছে:বরকত তিনটি জিনিসে রয়েছে, মুসলমানদের ইজতিমায়, ছারীদ খাবারে, এবং সাহরির খাবারে। (মুজামু কবীর, ৬/২৫১, হাদিস: ৬১২৭)

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সবচেয়ে পছন্দনীয় খাবার

হাদিসে পাকের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাবকে "সিহাহে সিত্তা বলা হয়, তন্মধ্যে হতে একটি কিতাব হলো: সুনানে আবু দাউদ শরীফ, এর মধ্যে রয়েছে:রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয় খাবার হলো রুটির ছারীদ এবং "হাইছ" এর ছারীদ। (আবু দাউদ, ৩/৪৯২, হাদিস: ৩৭৮৩) হাদিসের ব্যাখ্যা: রুটির ছরীদ হলো এটা যে, ঝোলের মধ্যে রুটির টুকরো ভিজিয়ে নিবে এই পর্যন্ত যে, মশগুলো তাতে মিশে যায় এটি খেতে খুব সুস্বাদু এবং দ্রুত হজমকারী খাবার। হাইস শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো মিশ্রিত জিনিস, পরিভাষায়

www.dawateislami.net

খেজুর ও মাখনের মিশ্রিত খাবারকে হাইস বলে। এটি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনেক পছন্দ করতেন এটাও খুবই মজাদার, ছোহারা ও খেজুর পুষ্টিকর খাবার, মাখনের সাথে মিশে সেটার শুষ্কতা কমে, স্বাদও বেড়ে যায় এবং ক্ষতিকর জিনিসও দূরীভূত হয়। (মিরাতুল মানাজীহ, ৬/৩৮)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর স্পৃহা আর ছরীদ বানানোর পদ্ধতি

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: সাধারণত খাবার খাওয়ার পর প্লেটে বেচে থাকা তরকারী, ডেকচিতে লেগে থাকা খাদ্যকণা এবং বেচে যাওয়া রুটির টুকরোগুলো ফেলে দেওয়া হয় অথচ খাবারের ওইসব কণা যা খাওয়ার উপযুক্ত সেগুলো ফেলে দেওয়া অপচয় আর যেটা স্পষ্ট হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। সুতরাং খাবারের বেচে যাওয়া কণাগুলো ফেলে দেয়ার পরিবর্তে সেগুলোর ছরীদ বানিয়ে নিন। ছরীদ বানানোর পদ্ধতি হলো, যা কিছু খাবার বেচে যায় (অর্থাৎ তরকারী, ডাল আর ভাত ইত্যাদি) ফ্রিজে রেখে দিন। যখন এই বেচে যাওয়া খাবার বেশি পরিমাণে জমা হয়ে যাবে তখন সেগুলো একসাথে রান্না করার জন্য ডেকচিতে দিয়ে দিন এবং তার উপর রুটির টুকরো দিয়ে তাতে ভিজিয়ে নিন, তরকারী কম হলে সামান্য পানি মিশিয়ে নিন এবং স্বাদ অনুযায়ী হালকা লবণ মরিচ এবং সামান্য জিরা মিশিয়ে সেটাকে ঢেকে দিন এবং কোন ভারী জিনিস ঢাকনার উপর রেখে দিন এরপর সেটাকে খুব ভালোভাবে রান্না করুন। যখন অনুমান হয়ে যায় যে, এটি খুব ভালোভাবে রান্না হয়ে গেছে তখন সেগুলো থালায় নিয়ে নিন এবং উপরে খেজুরের টুকরো ঢেলে দিন এইভাবে اِنْ شَآءَ اللهُ الْكَرِيْم খাবার অপচয় হওয়া থেকে বেঁচে যাবে এবং উন্নত খাবারও

www.dawateislami.net

প্রস্তুত হয়ে যাবে। যদি কোন রুটির টুকরো এবং খাদ্যকণা ইত্যাদি দিয়ে এইভাবে ছরীদ না বানান তবে সেগুলো ফেলে দেওয়ার পরিবর্তে মুরগি, পিঁপড়া অথবা ছাগলকে খাইয়ে দিন এটা হলে অন্তত এই খাবার নষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে যাবে। (মাদানী মুযাকারা: ৪ সফর শরীফ, ১৪৪০ হিজরী অনুযায়ী ১৩ অক্টোবর ২০১৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! এই পর্যন্ত রমযানুল মুবারকে বিগত বছরসমূহের বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে কি কি হয়েছিল সেটির কিছুটা বর্ণনা ছিল, এখন اِنْ شَآءَاللهُ الْكَرِيْم এমন দেশের আলোচনা করা হবে যেখানে রমযানুল কারীম আগমন উপলক্ষ্যে বর্তমান (Current) জীবন ধারা এবং ইবাদতের ধরন কেমন হয়, সর্বপ্রথম মদীনায়ে পাক দিয়ে শুরু করি যেহেতু আমাদের প্রথম ও শেষ গন্তব্যই হলো মদীনা।

(১) মদীনায়ে পাকে রমযানুল কারীম

মদীনায়ে পাকে তো এমনিতেই পুরো বছর রহমত, বরকত আর রুহানী পরিবেশ হয়ে থাকে হারামাইনে তায়্যিবাইনে হজ্বের পর সবচেয়ে বেশি ভিড় (Crowd) "রমযানুল কারীম" এ হয়ে থাকে। হাদিসে পাকে রমযানুল কারীমে ওমরাকারীর জন্য উৎসাহ এসেছে,[১] পৃথিবীর আনাচে-কানাচের আশিকানে রাসূল মাহে রমযানে মক্কা ও মদীনায় সময় কাটানোর জন্য উপস্থিত হয়। এই পবিত্র মাসে এখানকার বাহ্যিক চাকচিক্যতাও দেখার মতো। মসজিদে কারীমাইনে উপস্থিত লোকদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ হয়ে থাকে।

১. ফরমানে আখিরি নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রমযানুল মোবারকে ওমরা করা আমার সাথে হজ্জ করার সমান। (বুখারী, ১/৬১৪, হাদিস: ১৮৬৩)

www.dawateislami.net

রমযানুল কারীমের আগমনে আরব শরীফে জীবন ধারা বদলে যায়, প্রতিষ্ঠানসমূহে আট ঘন্টা ডিউটি পালনকারীদের ডিউটি দুই ঘন্টা কমিয়ে দেওয়া হয়, মদীনায়ে পাকের আবহাওয়ায় সর্বক্ষণ সুবাশ আর সুবাশ আসে যা দ্বারা আশিকানে রাসূল প্রশান্তি অনূভব করে, অবশ্য পবিত্র মাহে রমযানুল কারীমে মসজিদে নববী শরীফের চারিদিকে সুগন্ধি স্প্রে করা হয়ে থাকে, পুরো আরবে জেলের মধ্যে বন্দি কয়েদীদের শাস্তি কমিয়ে দেওয়া হয় এবং অনেককে ছেড়ে দেওয়া হয়, দিনের বেলায় দোকান বন্ধ অথবা কম সময়ের জন্য খোলা হয় অবশ্য রাতে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত খোলা থাকে, বাজার ও মার্কেট ইত্যাদি রমযানুল কারীমের স্বাগত জানানোর জন্য সজ্জিত করা হয়ে থাকে, রমযানুল কারীমের আগমনে এক অর্ধ মাস আগে অনেক পণ্যের দাম ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়, দান-সদকা করার প্রচলন যথেষ্ট পরিমাণ বেড়ে যায়, অনেক আশিকানে রাসূল ইফতার করানোর জন্য রোযাদারদেরকে দাওয়াত করে নিজের দস্তরখানায় ইফতার করার আবেদন করে যে, আমার সাথে ইফতার করুন। কোথাও কোথাও এক ঘরে জমা হয়ে ইবাদত করারও প্রচলন রয়েছে। ইফতারের সময় অনেক জায়গায় মসজিদের বাহিরে একটি পেন্ডেল করা হয় যেটাতে "ইফতার সায়িম" (অর্থাৎ রোযারদের জন্য ইফতারী) লিখা থাকে, মাগরিবের নামাযের পূর্বে ওই স্থানে সারিবদ্ধভাবে বসে ইফতার করানো হয়ে থাকে এরপর মসজিদে নামাযের জন্য চলে যায়।

আশিকে মাহে রিসালত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন:

شورِ مہِ نو سن کر تجھ تک میں دَواں آیا　　ساقی میں ترے صدقے مے دے رمضاں آیا

www.dawateislami.net

শোরে মাহে নো সুন কর তুঝ তক মাই দাওয়াঁ আয়া
সাক্বী মাই তেরে সদকে মে দেয় রমযাঁ আয়া

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃ: ৪৮)

শব্দার্থ: শোর: ঘোষণা। মাহে নো: নতুন মাসের চাঁদ। দাওয়াঁ আনা: ছুটে আসা। সাক্বী: পানকারী। মায়ে: শরাবে ইশকে রাসূল।

আলা হযরতের কালামের ব্যাখ্যা: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! রমযানুল কারীমের নতুন চাঁদের আগমনের সংবাদ শুনে আমি দৌড়ে দৌড়ে আপনার দরবারে হাজির হয়েছি। আমার দয়ালু আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দয়ালু মালিকের দয়ালু মাস মাহে রমযানুল কারীম চলে এসেছে, আমি আপনার দয়ার প্রতি উৎসর্গিত! আমাকে দীদারের শরবত দ্বারা ধন্য করে আপনার ভালোবাসা ও ইশকের সুধা পান করিয়ে দিন।

মুফতি ফয়েয আহদ ওয়াইসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) এই পঙক্তি তখন বলেছেন, যেই বছর রমযান শরীফের পুরো মাস নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে কাটানোর আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মদীনায়ে মুনাওয়ারায় গিয়েছিলেন আর সেখান থেকে হজ্ব আদায় করেছেন এরপর ফিরে এসেছেন। (শরহে হাদায়িকে বখশিশ, ২/১৬৪)

আশিকে রমযান, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه লিখেন:

مجھ کو مدینے میں رَمضان کاش! مُیَسَّر ہو رحمٰن

মুঝ কো মদীনে মে রমযান কাশ! মুয়াস্সার হো রহমান

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(২) ইরাকে রমযানুল কারীম

মুলকে মুর্শিদ তথা মুর্শিদের দেশ, দিয়ারে গাউসে পাক, ইরাক শরীফে রমযানুল কারীমের আগমনে বিভিন্ন পরিবর্তনের ব্যাপারে তথ্য মিলেছে, এখানকার আশিকানে রাসূল একে অপরকে "রমযানুল মুবারক" বলে থাকে। বাজার, ঘর ও মসজিদসমূহ সাজানো হয় এবং খুশির শব্দাবলী লিখে দেওয়া হয় এবং লাইটিংও করা হয়ে থাকে। নামাযীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। কিছু বিশেষ স্থানে খতমে কুরআনের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এককভাবে কুরআন তিলাওয়াতকারীর সংখ্যা বেড়ে যায় এবং কিছু কিছু আশিকানে কুরআন খতমে কুরআন দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। ইতকাফের ব্যবস্থা বড় শহরের মধ্যে কম ও গ্রামাঞ্চলে উত্তর ইরাকে বেশি দেখা যা। শবে কদরে মসজিদে মাহফিলের আয়োজন করা হয় যেটাতে রাতে ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করার ব্যবস্থা হয়ে থাকে, বেজোড় রাত সমূহে কিয়ামুল লাইল (অর্থাৎ রাত জেগে ইবাদত করা) ও জামাআত সহকারে নফল পড়ার ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে। বাচ্চাদেরকে নেক কাজে অভ্যস্ত করার জন্য মসজিদে সামান্য আকারে ইফতারীর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে যাতে বাচ্চারা এই দিকে আসার জন্য আগ্রহী হয়, ঘরেও এই বিষয়ে তাকিদ দেওয়া হয়। ইরাক শরীফে ইফতারীর আয়োজনে লাচ্ছি, খেজুর ও ডালের ঝুলের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

مولیٰ تُو بہر رَمضان مجھ کو بنا دے نیک انسان

মাওলা তু বেহরে রমযান মুঝ কো বানা দেয় নেক ইনসান

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৩) ইন্দোনেশিয়ায় রমযানুল কারীম

জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুসলিম দেশ হলো ইন্দোনেশিয়া, এতে বিভিন্ন সম্প্রদায় (Communities) এবং মসজিদ ইত্যাদির পক্ষ থেকে রাস্তায় (Roads) বাজার (Markets) এবং অফিস (Offices) এ রমযানুল কারীমের আগমনে "مرحبا بك رمضان" (অর্থাৎ হে রমযানুল কারীম! আমরা তোমাকে অভিনন্দন জানায়) এই ব্যানার, বোর্ড ইত্যাদি লাগিয়ে এই পবিত্র মাসকে স্বাগত জানানো হয় এবং এখানকার আশিকানে রাসূল একে অপরকে তাদের ইন্দোনেশিয়ার ভাষায় মুবারকবাদ দিয়ে থাকে, যেটার বাংলা অনুবাদ হলো: "আপনার রোযার ইবাদত মুবারক হোক" রমযানের পূর্বে মসজিদ পরিষ্কার এবং সজ্জিত করা হয়। মসজিদে ব্যানার এবং কুরআনী আয়াত লাগানো হয়, ঘরে সাদাসিধে তবে খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়।

এইভাবে ইন্দোনেশিয়ার প্রতিটি মসজিদে প্রতিদিন ইফতারের ব্যবস্থা হয়ে থাকে কিন্তু পুরো মাহে রমযানে ইফতারের একটি বড় প্রোগ্রাম করার প্রচলন রয়েছে যেটার জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে চাঁদা নেওয়া হয়। অনেক আশিকানে রাসূল ইফতারের সময় ঘর থেকে খাবার মসজিদে পাঠিয়ে দেয় কেননা অনেক আশিকানে রাসূল মসজিদে ইফতার করে। রমযানুল কারীমের শেষ দশকের বেজোড় রাত সমূহে মসজিদে মানুষ রাতে উপস্থিত হয়ে দুই বা তিন ঘন্টা কিয়ামুল লাইল করে যেটাতে চার বা আট রাকাত আদায় করা হয়ে থাকে। অনেক সুপার মার্কেটে রমযান ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়, সরকারের পক্ষ থেকে অনেক সময় সস্তা বাজার বসানো হয় যেটাতে প্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রী বিশেষ প্যাকেজ বিক্রি করা হয়।

www.dawateislami.net

فَضائیں منوّر، سماں کیف آوَر ہر اِک لمحہ رَمضاں کا رونق بھرا ہے
عبادت میں لذّت، تلاوت میں رِقّت جو ہے بخت بیدار وہ پارہا ہے

ফাযায়েঁ মুনাওয়ার, সামাঁ কাইফ আওর হার এক লমহা রমযাঁ কা রওনক ভরা হ্যা
ইবাদত মে লযযাত, তিলাওয়াত মে রিক্কাত জো হ্যা বখত বেইদার ওহ পা রাহা হ্যা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) মরোক্কোতে রমযানুল কারীম

মরোক্কো (Morrocco) এর কথা বলি তো সেখানে কোটি কোটি মালিকীদের সর্দার, আশিকদের ইমাম, সত্যিকার আশিকে রাসূল ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর অনুসারীদের সংখ্যা বেশি। রমযানুল কারীমের আগমনে সাধারণ লোকেরা পরস্পর একে অপরকে মুবারকবাদ দেওয়ার প্রচলন অনেক বেশি বরং জুমার মুবারক দেওয়ার প্রচলনও রয়েছে। এখানেও রমযানের আগমনে বাজার, গলি ও ঘর সাজানো হয়, মরোক্কো দেশের আশিকানে রাসূলের কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াতের ব্যাপারে আগ্রহ ও স্পৃহা দেখার মতো, ছোট ছোট শিশুরাও কুরআনে করীম পড়ার চেষ্টা করে, সারা বছর প্রতিদিন মাগরিবের নামাযের পর মানুষ মসজিদে কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করে। শবে কদর উপলক্ষ্যে অনেক মসজিদে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এবং অনেক জায়গায় প্রতিদিন কিছু না কিছু রাত জেগে ইবাদত করা হয়ে থাকে। কাজ-কর্ম করে এমন রোযাদারগণ এবং স্কুলে যায় এমন বাচ্চাদের সহজতার জন্য ডিউটি এবং ক্লাস সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয় যাতে সাহরির পর কিছুক্ষণ আরাম করে তারা নিজেদের কাজে যেতে পারে।

www.dawateislami.net

ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফয়যানে মালেকী হযরতগণের মধ্যে ইশকে রাসূলের বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মরোক্কোতে মাহে মিলাদ রবিউল আউয়ালে জশনে বেলাদতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুশিতে জুলূসে মিলাদ বের হয়, লোকেরা এটাকে আলোর জুলূস বলে থাকে কেননা তাতে অধিক পরিমাণে বাতি জ্বালানো হয়ে থাকে। এই মিলাদের পদ্ধতি ৪০০ বছর পূর্বে থেকে হয়ে আসছে।

میں عشقِ محمد میں رویا کروں کاش! خدا! تُجھ سے یہ بہرِ رَمضاں دعا ہے
یہ قرآن رمضاں میں نازِل ہوا ہے اسی میں شبِ قدر کی بھی عطا ہے

মাই ইশকে মুহাম্মদ মাই রোইয়া কারুঁ কাশ!
খোদা! তুঝ সে ইয় বেহরে রমযাঁ দোয়া হ্যা
ইয়ে কুরআন রমযাঁ মে নাযিল হুয়া হ্যা
ইসি মে শবে কদর কি ভী আতা হ্যা

(৫) নাইজেরিয়ায় রমযানুল কারীম

নাইজেরিয়া আফ্রিকার সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার অধিকারী দেশ এবং এখানকার মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বড়। এখানেও ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুকাল্লিদ বা অনুসারীর সংখ্যা অনেক। মাহে রমযানের আগমনে নাইজেরিয়ায় কিছুটা পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়। মানুষ রোযা রেখে সারাদিন পরিশ্রমের কাজ করে। সাধারণ দিনেও নামাযীদের সংখ্যাও খুব ভালো থাকে আর মাহে রমযানুল কারীমে আরও বেড়ে যায়। আসরের পর মার্কেট বন্ধ হয়ে যায়, ধনী লোকেরা জায়গায় জায়গায় ইফতার করায়। ইশারের নামায ও তারাবীহ পড়ার পর মানুষ ঘুমিয়ে যায়। এরপর রাতের ১টায় উঠে নফল

www.dawateislami.net

পড়ে। রাতের ১টায় এমন আলোকিত হয় যে যারা দেখে তাদের মনে হয় যেন দিনের বেলা। রমযানুল কারীমের শেষ দশদিনে একটি করে কুরআন খতম এবং কিছু মসজিদে তিনটি করেও কুরআন খতমও আদায় আদায় করা হয়। ইফতারে তাদের এক প্রকার গরম শরবত থাকে সেটার সাথে খেজুর খেয়ে থাকে। اَلْحَمْدُلِلّٰه নাইজেরিয়ায় প্রায় তিন বছর ধরে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর পরিচালনায় ইতিকাফ করানো হয়ে থাকে। এক মসজিদে ষাট থেকে সত্তরজন লোকও ইতিকাফ করে।

مقبول جہاں بَھر میں ہو ''دعوتِ اسلامی'' صدقہ تجھے اے ربِّ غفّار! مدینے کا

মাকবুল জাহাঁ ভর মে হো "দাওয়াতে ইসলামী"
সদকা তুঝে এ রব্বে গফফার! মদীনে কা

(৬, ৭) টগো (Togo) এবং ব্যানিন (Benin) এ রমযানুল কারীম

আফ্রিকার দেশে "টগো" এর চালচলন নাইজেরিয়ার সাথে কিছু মিল রয়েছে, তবে এখানে রমযানুল কারীমের সমস্ত রাতে রাত একটা থেকে সাহরি সাহরি পর্যন্ত ইবাদত করার অভ্যাস রয়েছে। তবে আফ্রিকার অপর দেশ "ব্যানিন" (Benin) এর কার্যাদি রমযানুল মুবারকে একটি অনন্য পরিবর্তন হলো এটা যে, এখানকার আশিকানে রাসূল প্রতিদিন যোহরের নামায থেকে কুরআনে পাক তিলাওয়াত এবং আসর থেকে মাগরিব "তাফসীরে কুরআন" এর মজলিশ বসায় এবং এরপর সম্মিলিতভাবে ইফতারের ব্যবস্থা করে থাকে।

www.dawateislami.net

(৮) কুয়েতে রমযানুল কারীম

তথ্য অনুযায়ী কুয়েতে মাহে রমযান শরীফের আগমনে মসজিদসমূহ রঙিন ও আলোকিত করা হয়। নামাযীদের সংখ্যা আগে থেকে বৃদ্ধি পায়, প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের মধ্যে ইফতারী পাঠানোরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং রমযানুল মুবারকের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ডিসকাউন্টও দেওয়া হয়, দান-সদকা জমা করা হয় এবং ঈদের নামাযের জন্য খুব ভালোভাবে আয়োজন করা হয়ে থাকে।

(৯) নরওয়েতে রমযানুল কারীম

গ্লাসগো (স্কন্টল্যান্ট) এর ব্যাপারে তথ্য মিলেছে যে, রমযানুল মুবারকের আদব ও সম্মান কিছু না কিছু অমুসলিমরাও করে, যদি তাদের কাছে কোন মুসলমান কাজ করে তবে জানে যে, এটা এদের Fasting Month (অর্থাৎ সিয়াম সাধনার মাস)। এই মনোভাবের কারণে অনেক প্রতিষ্ঠানে মুসলমান কর্মচারীদের জন্য নামায পড়ার জায়গা ও ইফতারের উপযুক্ত আয়োজন করা হয় যাতে আশিকানে রমযান খুব সহজে দ্বীনি কাজসমূহ আদায় করতে পারে। রমযানুল মুবারকের আগমনের পূর্বে অনেক আশিকানে রমযান একে অপরকে খেজুর উপহার হিসেবে দিয়ে থাকে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা হয় যে, তাদের দেওয়া খেজুর দিয়ে যেন ইফতার করে। দাওয়াতে ইসলামী সহ অনেক আশিকানে রাসূলের মারকায,, মাদ্রাসা ও মসজিদে পরিপূর্ণ কুরআনুল কারীমের শুদ্ধ তিলাওয়াত ও দরসে কুরআন তথা কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

অনেক এলাকায় যেখানে মসজিদ কাছে নেই, সেখানকার মুসলমানগণ তাদের ঘর বা নিকটস্থ মারকাযে তারাবীহ ও ইফতারের ব্যবস্থা

www.dawateislami.net

করে থাকে। মুসলমানদের পরস্পর ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ দেখেও অনেক সময় অমুসলিমরাও মুসলমানদের ধর্ম ইসলাম কবুল করার ঘটনাও রয়েছে। কিছু কিছু অমুসলিমের স্টোরেও রমযানুল কারীমের সময় "রমযান কাউন্টার" স্থাপন করা হয়, যেখানে সাহরি ও ইফতারে খাবার-পানীয় প্রয়োজনীয় জিনিস রাখা হয় এবং এগুলোতে বিশেষ ছাড়ও দেওয়া হয়।

جھومو جھومو پھر آگیا رمضاں واہ! کیا بات ماہِ رمضاں کی
آیا اب آگیا مہ یزداں واہ! کیا بات ماہِ رمضاں کی

ঝুমো ঝুমো ফির আ গেয়া রমযাঁ ওয়াহ! কিয়া বাত মাহে রমযাঁ কি
আয়া আব আ গেয়া মাহে ইয়াজদা ওয়াহ! কিয়া বাত মাহে রমযাঁ কি

(১০) নেপালে কুরআনুল কারীম

নেপালে রমযানের আগমনে সরকারি বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নেই তবে প্রায় বিভাগ, জেলা, শহর ও গ্রামে মসজিদ ও মাদ্রাসার মাধ্যমে এই পবিত্র মাসের আগমনের ঘোষণা দেওয়া হয়। নেকীর আগ্রহ এবং গুনাহের প্রতি ঘৃণা যেটা নাকি মাহে রমযানের বিশেষ উপহার, এজন্য রমযানুল কারীমের আগমনে অপরাধ ও গুনাহে স্পষ্ট হ্রাস পরিলক্ষিত হয় এবং চারিত্রিক দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়, যদি এইভাবে বলি তবে ভুল হবে না যে, রমযানুল কারীমের মতো পরস্পরের মধ্যে আদব ও সম্মান অন্য কোন মাসে দেখা যায় না। নামাযীদের খুব ভালো একটি সংখ্যা মসজিদের দিকে ঝুকে পড়ে। রমযানুল কারীমে যাকাত ও ফিতরা আদায় এবং গরীবদের মধ্যে রেশন বিতরণ করার আগ্রহও দেখা যায়। ইফতারের দস্তরখানার ব্যবস্থা করার আয়োজনও দেখা যায়।

www.dawateislami.net

بہر رمضاں مرے خدا مجھ کو عاشقِ مصطفٰے بنا مجھ کو
دیدے عشقِ نبی کا سرمایہ واہ! کیا بات ماہِ رمضاں کی

বেহরে রমযান মেরে খোদা মুঝ কো আশিকে মুস্তফা বানা মুঝ কো
দে দে ইশকে নবী কা সারমাইয়া ওয়াহ! কিয়া বাত মাহে রমযাঁ কি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১১) আমেরিকায় রমযানুল মুবারক

মুবাল্লিগে দাওয়াতে ইসলামীর মাধ্যমে আমেরিকার ব্যাপারে রমযানুল কারীমের ব্যাপারে যেই তথ্য পেয়েছি তা হলো, সারা বিশ্বের মতই। ইউএসএ (USA) তেও রমযানুল মুবারকের আগমন হওয়ার সাথে সাথেই মুসলিম সমাজের প্রায় প্রত্যেক বয়সী লোকেরা তাদের খুশি প্রকাশ করার সাথে সাথে একে অপরকে মোবারকবাদ দিয়ে থাকে। ঘর ও মসজিদে খুব সুন্দরভাবে রমযানুল মুবারকের ব্যানার লাগিয়ে থাকে এবং লাইটিংও করে। অন্যান্য মাসসমূহ এবং দিনসমূহের তুলনায় রমযানুল কারীমে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে অথবা জামাআত সহকারে নামায আদায়কারীদের সংখ্যা বেড়ে যায়, এখানকার অধিকাংশ মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে মহিলাদের জন্য আলাদা পর্দার সাথে নামাযের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি কুরআনে কারীমের ক্লাস ও ইত্যাদির জন্য জায়গা থাকে, অনেক মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে প্রতিদিন ইফতারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এমন স্থানে আসর থেকে তারাবীহ শেষ হওয়া পর্যন্ত খুবই আলোকিত হয়ে থাকে। ঘরে বন্ধু-ও আত্মীয় স্বজনদের আহবান করে (অর্থাৎ দাওয়াত দিয়ে) ইফতার করানোর ব্যবস্থা করা হয়।

www.dawateislami.net

মুসলিম কমিনিটির একে অপরকে মুবারকবাদ দেওয়া ও একে অপরকে দাওয়াত দিয়ে সাহরি ও ইফতার করানোর ব্যবস্থা তো করা হয়, অমুসলিমরাও মুসলিম কমিনিটিদেরকে মুবারকবাদ দিয়ে থাকে, শবে কদর ও কুরআন খতমে বড় রুহানী ও হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখা যায়।

بھائیو بہنو! کرو سب نیکیوں پر نیکیاں
پڑگئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے

ভাইয়ো বেহনো! করো সব নেকীউ পর নেকীয়া
পড় গেয়ে দোযখ পে তালে কয়েদ মে শয়তান হ্যা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৭০৫)

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

প্রথমে এটি পড়ে নিন ১
আত্তারের দোয়া: ২
দরুদ শরীফের কারণে মাগফিরাত হয়ে গেল (ঘটনা) ২
মিসরে রমযানের চাঁদ দেখার প্রচলন ২
রমযানের চাঁদ ও আমীরে আহলে সুন্নাতের আমল ৪
রমযানুল কারীমের চাঁদ দেখার মাসআলা ৫
পুরো মাস নেকীর মধ্যে অতিবাহিতকারী ৬
সিরিয়ার আশিকানে রমযানদের ইফতার ৮
দানশীল বুযুর্গ ৯
ফেরেশতাদের সর্দারের সাথে হাত মিলানোর এক ব্যাবস্থাপত্র ১০
ইসলামে প্রতিবেশীকে সর্বপ্রথম ইফতার করানো ব্যক্তি ১১
আফ্রিকার ডাকাত আর রমযানের সম্মান ১১
একটি নেকী গুনাহের অভ্যাস ছাড়িয়ে দিল (ঘটনা) ১২
রমযান সেল ১৩
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর তিনটি নসীহত ১৪
মাদানী অনুরোধ ১৪
নেককার বাদশাহ ১৫
ছারীদ কাকে বলে? ১৬
নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সবচেয়ে পছন্দনীয় খাবার ১৬
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর স্পৃহা আর ছরীদ বানানোর পদ্ধতি ১৭
(১) মদীনায়ে পাকে রমযানুল কারীম ১৮
(২) ইরাকে রমযানুল কারীম ২১
(৩) ইন্দোনেশিয়ায় রমযানুল কারীম ২২
(৪) মরোক্কোতে রমযানুল কারীম ২৩
(৫) নাইজেরিয়ায় রমযানুল কারীম ২৪
(৬, ৭) টগো (Togo) এবং ব্যানিন (Benin) এ রমযানুল কারীম ২৫
(৮) কুয়েতে রমযানুল কারীম ২৬
(৯) নরওয়েতে রমযানুল কারীম ২৬
(১০) নেপালে কুরআনুল কারীম ২৭
(১১) আমেরিকায় রমযানুল মুবারক ২৮

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net